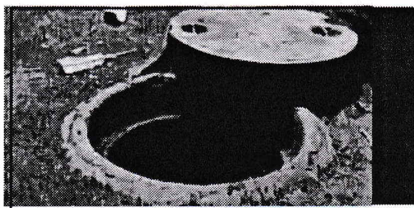

সেপটিক ট্যাংক মরণফাঁদ

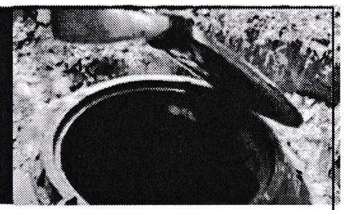

সেপটিক ট্যাংকের ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে জানুন, জীবন রক্ষা করুন।

সেপটিক ট্যাংকের ঝুঁকি:

সেপটিক ট্যাংকে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইডসহ বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস তৈরি হতে পারে। অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ ও বিষাক্ত গ্যাসের কারণে শ্বাসরোধ হয়ে প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। তাই সেপটিক ট্যাংকের ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে জানুন। সতর্কতা অবলম্বন করুন, জীবন বাঁচান।

সেপটিক ট্যাংকে প্রবেশের ক্ষেত্রে করণীয়:

- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ জনবল দ্বারা গ্যাস ডিটেক্টরের মাধ্যমে সেপটিক ট্যাংক-এর ভিতর বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি ও ঘনত্ব নির্ণয় করতে হবে;
- ট্যাংকে প্রবেশের কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে এর ঢাকনা খুলে রাখতে হবে, যাতে বিষাক্ত গ্যাস নেগেটিভ প্রেসারে বাইরে আসতে পারে এবং ট্যাংকের ভিতরে গ্যাসের ঘনত্ব হ্রাস পায়;
- বিষাক্ত গ্যাসের ঘনত্ব কমানোর জন্য পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল নিশ্চিত করতে বৈদ্যুতিক ফ্যান, স্মোক ইজেক্টর বা ভেন্টিলেশন ফ্যান ব্যবহার করতে হবে।

সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার পূর্বে করণীয়:

- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কাজ করার ন্যূনতম প্রশিক্ষণ থাকতে হবে;
- বর্জ্যতে ক্ষতিকারক পদার্থ ও সংক্রামক রোগের জীবাণু থাকতে পারে। তাই হেপাটাইটিস ও টিটেনাসের টিকা গ্রহণ করতে হবে;
- জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং চোখ ও শরীরের বিভিন্ন অংশ ধোয়ার জন্য পরিষ্কার পানি কাছে রাখতে হবে। প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ফায়ার সার্ভিসের নম্বর সংরক্ষণ করতে হবে;
- মেরামতের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন কানেকটিং পাইপের কাট পিস, সিমেন্ট ও সুরকি সঙ্গে রাখতে হবে;
- ট্যাংকের ভিতরে বায়ু প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনবোধে এয়ার ব্লোয়ার/ভেন্টিলেশন ফ্যান ব্যবহার করা যেতে পারে;
- যান্ত্রিকভাবে ট্যাংক খালি করার ক্ষেত্রে ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার এবং ভ্যাকুয়াম পাম্প পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োজিত করতে হবে।

সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার সময় করণীয়:

- কখনও একা কাজ করা উচিত নয়। কাজের সময় এক বা একাধিক সহকর্মী পাশে থেকে কাজে সহযোগিতা করতে হবে;
- সেপটিক ট্যাংকের ঢাকনা কোন অবস্থাতেই ফেলে রাখা যাবে না। সার্বক্ষণিক দায়িত্ববান কোনো ব্যক্তিকে পরিষ্কার করার স্থানে অবস্থান করতে হবে;
- সর্বদা প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (Personal Protective Equipment: PPE) পরিধান করতে হবে;
- শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক আলোর উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না। সবসময় বিকল্প আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশেষ করে শক্তিশালী টর্চ লাইট সাথে রাখতে হবে;
- শরীরে কোনো কাটা বা ক্ষত থাকলে ঢেকে নিতে হবে, যাতে কোনো সংক্রামক ব্যাকটেরিয়া/ভাইরাস প্রবেশ করতে না পারে। কাজ শেষে উক্ত স্থান ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে;
- এ সময় সেপটিক ট্যাংকের আশপাশে কোনো আগুন জ্বালানো বা খোলা বাতির ব্যবহার এবং ধূমপান করা যাবে না;
- ট্যাংকের ভেতরে মাথা ঢোকানে উচিত নয়। বিশেষ প্রয়োজনে যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঢোকালেও বেশিক্ষণ রাখা যাবে না;
- যান্ত্রিকভাবে ট্যাংক খালি করার ক্ষেত্রে কোনো ভারী যন্ত্র বা ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার সেপটিক ট্যাংকের উপরে রাখা যাবে না;
- কোনো লাঠি বা বাঁশ দিয়ে ট্যাংকের ভিতরে জমাকৃত ফেনার স্তর ভেঙে দিতে হবে। তারপর এর উপর ব্লিচিং পাউডার বা কেরোসিন ছিটিয়ে কঠিন পদার্থকে তরলে রূপান্তরিত করতে হবে;
- ট্যাংকে প্রবেশ করতে হলে সবগুলো ঢাকনা খুলে কমপক্ষে ১ (এক) ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই কৃত্রিমভাবে বায়ু প্রবাহের ব্যবস্থা করতে হবে;
- মই অথবা উপযুক্ত উপকরণ ব্যবহার করে প্রবেশ করতে হবে, যাতে হঠাৎ পড়ে না যায়। যিনি ভেতরে প্রবেশ করবেন তার কোমরে রশি অথবা সেফটি বেল্ট দিয়ে বেঁধে অপর প্রান্ত উপরে অবস্থিত সহকর্মীদের কাছে রাখতে হবে;
- ভেতরে পরিষ্কার করার সময় কোনো কর্মী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা সাড়া না দিলে কোনো অবস্থাতেই তাকে উদ্ধারের জন্য অপর একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে ভেতরে নামানো যাবে না। অবশ্যই দক্ষ উদ্ধারকর্মীর সহায়তা নিতে হবে অথবা তাকে কোমরে বাঁধা রশির সাহায্যে উপর থেকে উঠানোর চেষ্টা করতে হবে।

সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার পর করণীয়:

- ট্যাংকের নিচে জমে থাকা তলানি অপসারণের পর তা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ফেলতে হবে। যদি নির্ধারিত স্থানে ফেলা সম্ভব না হয়, তবে ট্যাংকের নিকটে একটি বড় গর্ত করে তলানি সেখানে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে;
- ট্যাংক পরিষ্কার করার পর ব্যবহৃত পাত্র, যন্ত্রপাতি, পোশাক ও ট্যাংকের আশপাশের স্থান পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে;
- সেপটিক ট্যাংকের আশপাশের স্থান সম্পূর্ণ শুকানো পর্যন্ত সেখানে মানুষ বা গৃহপালিত পশু-পাখির প্রবেশ না হয় তা নিশ্চিত করতে ব্যবহারকারীদের সতর্ক করতে হবে।

ঝুঁকি মোকাবিলায় ট্যাংক/স্থাপনা মালিকের করণীয়:

- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কাজের ঝুঁকি মোকাবিলায় ট্যাংক/স্থাপনার মালিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর সহযোগিতা যেকোনো দুর্ঘটনার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে;
- পরিষ্কারের সময় স্থাপনার মালিক বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে;
- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হাত মুখ ধৌতকরণের জন্য পরিষ্কার পানিসহ টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি তাদের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থাও করতে হবে;
- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের দৈনিক ৮ (আট) ঘন্টার বেশি কাজ করানো যাবে না;
- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ট্যাংকের একদম নিচে নেমে বর্জ্যের তলানি সংগ্রহ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা যাবে না;
- পরিষ্কার করার সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত উদ্ধার ও চিকিৎসা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে পূর্ব হতে প্রস্তুতি রাখতে হবে;
- ট্যাংকের বর্জ্য যেন সঠিক স্থানে ফেলা হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তা নিন।
জরুরি প্রয়োজনে নিকটস্থ ফায়ার স্টেশনের নম্বর অথবা হটলাইন নম্বর ১০২-এ কল করুন।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স